"সাংগঠনিক উপ-কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০"

"সংগঠন সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০"এর (২) নং অনুচ্ছেদ এর (ঝ) নং ধারার (২) নং উপ-ধারার ক্ষমতাবলে "***"সাংগঠনিক উপ-কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০" প্রণীত হলো।***

১. শিরোনামঃ- এই বিধিমালা " সাংগঠনিক উপ –কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা -২০১০" নামে অভিহিত হবে।

২. সংজ্ঞাঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে , এই বিধিমালায়-

ক. কমিটি গঠন। খ. কমিটির সদস্য সংখ্যা।

গ.কমিটির সদস্যর পদবি।

ঘ. কমিটির ক্ষমতা।

ঙ. কমিটির কাজ।

চ. কমিটির ব্যয় নির্বাহ।

২(ক)ঃ- কমিটি গঠন প্রসঙ্গেঃ-

১. এ কমিটি কার্যপরিষদ অধিভুক্ত উপ –কমিটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. কমিটি " আলোর প্রদিপ" সংগঠনের চেয়ারম্যান এর অনুমতি ও কার্যপরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত হবে।

৩.কমিটি গঠনে কোনরূপ নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। তবে সাংগঠনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যাক্তিকে কমিটিতে অন্তভুক্ত করতে হবে।

৪. কমিটি সাংগঠনিক প্রয়োজনে যে কোন সময় গঠন করা যাবে। তবে গঠনকৃত কমিটির মেয়াদ গঠনকালীন সময় হতে এক বছরের অধিক হবে না।

৫. কমিটির মেয়াদ শেষ হবার এক সপ্তাহপূর্বে পুনরায় নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। এমন কি প্রয়োজনে আগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিকে পুনরায় দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৬. এক সপ্তাহ আগে কোন বিশেষ কারনে কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে অবশ্যই পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটি গঠনের কাজ শেষ করতে হবে।

৭. কমিটির প্রধান " আলোর প্রদীপ" সংগঠনের চেয়ারম্যান কতৃক নিযুক্ত হবে। চেয়ারম্যান যে কোন উপযুক্ত ব্যাক্তিকে উক্ত কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব দিতে পারেন। তবে তাকে অবশ্যই সংগঠনের সদস্য হতে হবে।

৮. কমিটির কাজের উপর র্নিভর করে যে কোন সময় কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব রদবদল করা যেতে পারে। এছাড়াও কমিটির স্বেচ্ছারিতামূলক মনোভাবের জন্য চেয়ারম্যান যে কোন মহূর্তে কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করতে পারবেন।

৯. নতুন কমিটির মেয়াদও কমিটি গঠনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য মনোনীত হবে।

২(খ)ঃ- কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটির সদস্য সংখ্যা কমিটির চাহিদানুসারে হবে। তবে কোনোভাবেই তিন সদস্যর কম হবে না।

২.কমিটির প্রয়োজনে এর সদস্য সংখ্যা কমবেশি করা যেতে পারে।

২(গ)ঃ- কমিটির সদস্যদের পদবিঃ-

১. কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, সহ অন্যান্য সদস্যগণ থাকবেন।সহ-সভাপতি কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

২(ঘ)ঃ- কমিটির ক্ষমতা প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটি সংগঠনের সাংগঠনিক নিয়ম মোতাবেক পরিচালিত হবে।

২. কমিটি কোনরূপ গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবে না।

৩. কমিটির সভাপতি কমিটির পদাধিকারবলে তিনিই সাংগঠনিক উপ- কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা মোতাবেক কমিটি পরিচালনা করবেন।

৪. কমিটি যে কোন সময় সভা করিতে পারবে। উক্ত সভায় যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যপরিষদ বরাবর প্রেরণ করবেন এবং কার্যপরিষদ তা অনুমোদন করলে তদানুসারে কাজ করবে।

৫. কমিটি যে কোন অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

৬. কমিটি তার নিজস্ব বিধি বহির্ভূত কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবে না।

৭. কমিটি কার্যপরিষদের পরামর্শে যে কোন সময় যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারবে।

৮. কমিটি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ব্যাতিত অন্য কোন কমিটিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না(তবে নির্বাচনকালীন সময় এই ধারা কার্যকর হবে না)।

২(ঙ)ঃ- কমিটির কাজ প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটি সংগঠন পরিচালনার সকল ব্যয় নির্বাহের হিসাব তদারকি ও নথিভুক্ত করবে।

২। সাংগঠনিক কাজে প্রয়োজন অনুসারে সকল উপকরন সরবরাহ করবে।

৩।সংগঠন অধিভুক্ত অন্যান্য উপ-কমিটি ও শাখা সমূহের সকল উপকরন সরবরাহ করবে।

৪। প্রতিটি সাধারন সভায় সাংগঠনিক ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করে তা উপস্থাপন করবে।

৫।সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচনকালীন সময় সংগঠন পরিচালনা করবে।

৬।নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বচন কার্য পর্যবেক্ষন করবে।

৭।সাংগঠনিক সকল সম্পদের রক্ষনাবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রন করবে।

৮। সংগঠনের অন্যান্য উপ কমিটির কাজের উপর পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রস্তুত করে চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরন করবে।

৯. কমিটি সাংগঠনিক প্রয়োজনে যে কোন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা করবে।

১০. কার্যপরিষদের সিদ্ধান্তে সাংগঠনিক প্রয়োজনে এ কমিটি অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকবে।

২(চ)ঃ- কমিটির ব্যায় নির্বাহ প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটির একটি নিজস্ব অর্থ তহবিল থাকবে। এ ছাড়াও সাংগঠনিক অর্থবছরের বাজেটে কমটির জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে।

২. কমিটির ব্যয় সুষ্ঠভাবে নির্বাহের জন্য আলাদা খরচের খাতা থাকবে। সেখানে কমিটি তার খরচের যাবতীয় বিবরন তুলে ধরবে।

৩. কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে এ অর্থ খরচ করতে হবে।

৪. কমিটির তহবিলের হিসাবপত্র সহ যাবতীয় হিসাবপত্র প্রতিটি কার্যপরিষদ সভা এবং সাধারন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৫. কমিটি হিসাবপত্র প্রতি ৬মাস অন্তর কোষাধ্যক্ষ দ্বারা অডিট করাতে হবে।

৬. কমিটির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কোষাধ্যক্ষ বরাবর আবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজন মাফিক গ্রহন করতে হবে।

৭. বছর শেষে যদি কমিটির বরাদ্দকৃত অর্থ অবশিষ্টথাকে তাহলে তা পরবর্তী অর্থ –বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যেই হিসাব করা হবে।

অনুমোদনে-

চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতার পক্ষে-

(মোঃবাবলা হোসেন)
সাধারন সম্পাদক
আলোর প্রদীপ।